দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষার প্রবেশপত্রের টাকা?

আগামী ১৭ জুন দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (এইচএসসি) শুরু হবে। ঈদের ছুটির পর বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশপত্র দেবেন। ইতিমধ্যেই অতীতের মতই এ প্রবেশপত্র দেয়া নিয়ে খবরাখবর আসছে। অভিযোগ আসছে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রবেশপত্র দেবার সময় বাড়তি টাকা দাবী করছেন। এই টাকার কোন বৈধ হিসাব নেই বা এ ধরনের টাকা নেবার কোন নির্দেশও নেই বোর্ড কর্তৃপক্ষের।

অথচ এ ধরনের ঘটনাই ঘটছে বছরের পর বছর। এ ঘটনা ঘটছে শুধুমাত্র প্রবেশপত্র দেয়া নিয়ে নয়, বাড়তি টাকা নেয়া শুরু হয় পরীক্ষার ফরম পূরণ এবং ফি দাখিলের সময় থেকে। এ ঘটনা স্কুল এবং কলেজ উভয় শিক্ষাঙ্গনেই ঘটে। অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষায় সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং এইচএসসি পরীক্ষার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজের মনমত গড়া হিসাবের ভিত্তিতে বাড়তি টাকা আদায় করে থকেন।

এককালে শুধুমাত্র বেসরকারী স্কুল-কলেজে এই রেওয়াজ ছিল। তাদের যুক্তি ছিল যে, বেসরকারী স্কুল-কলেজকে একান্তভাবে সরকারী আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। নিয়মিত ছাত্র বেতন হয় না। মোটামুটিভাবে পরীক্ষার সময় এক সাথে ছাত্ররা কিছু টাকা দিতে অভ্যস্ত। তাই পরীক্ষার সময় ফি-এর টাকার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এ যুক্তিও পুরোপুরি সত্য নয়। শুধু বেতন নয়, পরীক্ষার আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন নতুন খাত আবিষ্কার করেন। এই খাতের নামে টাকা দাবী করেন। আবার অনেক সময় পরীক্ষায় বসবার যোগ্য নয়, বেশী টাকা নিয়ে এসব ছাত্রদের ফরম পূরণ করতে দেন। অনেক লেখালেখির পরেও এর কোন বিহিত হয়নি। অধিকন্তু সরকারী কলেজেও এই ঐতিহ্য চালু হয়েছে। এ খবর পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর পরবর্তীকালের খবর চমকে দেবার মত। খবর এসেছে সরকারী কলেজেও প্রবেশপত্র নিতে হলে কলা বিভাগের দু শ' এবং বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের আড়াই শ' টাকা দিতে হবে। কোনটা কোন খাতে দিতে হবে তার কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। কর্তৃপক্ষের সাফ কথা হচ্ছে বাড়তি টাকা না দিলে প্রবেশপত্র দেয়া হবে না। এই কর্তৃপক্ষই ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের সময় বাড়তি টাকা গ্রহণ করে বলেছিলেন যে, এর পর কোন টাকাই দিতে হবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে টাকার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন কথাই শেষ কথা নয়।

তা হলে এর বিহিত কি? কর্তৃপক্ষের এই অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে কারো কি কোন বক্তব্য নেই? পরীক্ষার আগে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তাই জমি-জমা বিক্রি করে হলেও বছরের পর বছর তারা এই বাড়তি টাকা দিয়ে আসছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষের কি কিছুই বলার নেই? আর সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বছরের পর বছর অবৈধভাবে কি করে এভাবে টাকা নিচ্ছে তা বুঝতে আমরা অক্ষম। তাই আশা করব, দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য বলবেন এবং অবৈধ কার্যকলাপ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিরত থাকার জন্য ব্যবস্থা নেবেন।